## বাংলাদেশ বুলেটিন

# বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার শূন্যতা আরও গাঢ় হলো



সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

স্মরণ

বাংলা একাডেমির চেয়ারম্যান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক আর নেই।

বেলা আড়াইটা-তিনটার দিকে রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে নেয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। সংবাদটি পেয়ে বধির হয়েছি। আমার এটিই মনে হয়েছে যে তার আকস্মিক প্রয়াণে দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে শূন্যতা আরেকটু বাড়ল। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক দীর্ঘদিন বাংলা বিভাগে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার সঙ্গে আমার পরিচয় তারও আগে। উনি বয়সে আমার ছোট ছিলেন। ফলে তিনি শিক্ষার্থী থাকা অবস্থা থেকেই আমাদের পরিচয় হয়েছিল। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পর্কে কিছু বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বহুবার দেখা হয়েছে। এমনকি তিনি পরিচিত ছিলেন বিভিন্ন পত্রিকায় লিখতেন। তাঁর লেখালেখির ধরন করেন এমন অল্প কয়জনকেই সামনে থেকে দেখেছি। অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক ছিলেন তাদের একজন।

আবুল কাসেম ফজলুল হক সাহেবের সঙ্গে সবসময়ই সাক্ষাৎ হতো। তবে উল্লেখ করার মতো স্মৃতি তো কিছু থাকে। এর মধ্যে তার ছেলের মৃত্যুর সময়ের কথাটি আমার মনে পড়ে। অকালে ছেলে সন্তানকে হারানোর পর তিনি শোকটাকে সামলে নিয়েছিলেন। ঘটনার অকস্মিকতায় তিনি ভেঙে পড়েননি। বরং গোটা পরিস্থিতি সাহসিকতার সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন। তাকে খুবই সাহসী দেখিয়েছিল। ওই সময় তার মনের জোর আমাকে ভীষণ স্পর্শ করেছিল। আমি বারবার ভেবেছি, এত বড় শোক তিনি কীভাবে বহন করলেন? আর কীভাবেই বা তা সামলে নিলেন?

তিনি লেখালেখির পাশাপাশি যুক্ত ছিলেন রাজনীতির সঙ্গেও। দেশের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি চিন্তা করতেন। মৌলিক পরিবর্তনের বিষয় নিয়ে তিনি নিয়মিত ভাবতেন। তার চিন্তাধারায় এক ধরনের মৌলিকত্ব ছিল। রাজনীতি প্রসঙ্গে তার ভাবনা ছিল স্পষ্ট। সেটিকে বিশ্লেষণ করে তিনি নিয়মিত লিখেছেন, বক্তব্য দিয়েছেন। বাংলা সংবাদপত্রে তার সমৃদ্ধ বিশ্লেষণ বহু পাওয়া যাবে।

অধ্যাপনা জীবনেও তিনি অনেক শিক্ষার্থীকে পথ দেখিয়েছেন। তাদের অনেকে এখন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার সঙ্গে যুক্ত। অনেকে সাহিত্যচর্চার সঙ্গে। তাদের অনেকেই প্রিয় শিক্ষকের আকস্মিক প্রয়াণে স্তব্ধ হওয়ারই কথা।

আরেকটা বিষয় তাকে আলাদা ক[illegible]। তিনি অনেক লিখতেন। লেখালেখির চর্চা থেকে নিজেকে কোনোদিন বিরত রাখেননি। শ্রম ও মন দিয়ে লিখে গেছেন। অনেকটা একক প্রচেষ্টায় তিনি 'সুন্দরম' ও 'লোকায়ত' নামে দুটি সাময়িক পত্র সম্পাদনা করতেন। নিজেই তার সম্পাদনা করতেন। সেটা ছাপানোর ক্ষেত্রেও তিনি যত্নশীল ও নিষ্ঠাবান ছিলেন। এছাড়া তিনি অনেকগুলো মননশীল বইয়ের লেখকও ছিলেন। সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সমসাময়িক রাজনীতিকে অবলম্বন করেই তিনি অধিকাংশে লেখা লিখেছেন। তার বইগুলোতে সেই মননশীল তার ছাপ পাওয়া যায়। সব বিষয়ে আবুল কাসেম ফজলুল হক একটা নিজস্ব দৃষ্টি ও সুন্দর পরিচয় বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই তিনি গবেষণা ও লেখালেখির মানসিকতার মাধ্যমে। এজন্য তার মৃত্যুসংবাদ আমাকে মর্মাহত করেছে। কারণ তার এ মৃত্যুর ফলে আমাদের আশপাশে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে শূন্যতা আরেকটু গাঢ় হলো। তার প্রয়াণে শূন্যতা বাড়লই। সেটি সামনে পূরণ হবে কিনা বলা কঠিন। তবে আবুল কাসেম ফজলুল হক আমাদের কিছুটা পথ দেখিয়ে গেছেন। সে পথ ধরে এগিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তরুণ প্রজন্মকে তার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওই চর্চাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও করতে হবে।



অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক (সেপ্টেম্বর ৩০, ১৯৪০-জুলাই ৫, ২০২৬)

> আবুল কাসেম ফজলুল হক আমাদের কিছুটা পথ দেখিয়ে গেছেন। সে পথ ধরে এগিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তরুণ প্রজন্মকে তার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওই চর্চাকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টাও করতে হবে

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

## আজকের পত্রিকা



বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রচিন্তক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের কফিনে শ্রদ্ধা নিবেদন। গতকাল কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। ছবি: আজকের পত্রিকা

# বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শায়িত আবুল কাসেম ফজলুল হক

### বিশিষ্টজনসহ সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন

**নিজস্ব প্রতিবেদক**, ঢাকা

সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা নিয়ে বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শায়িত হলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রচিন্তক অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। গতকাল সোমবার বিকেলে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়। এর আগে বাংলা একাডেমি, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্টজনসহ সর্বস্তরের মানুষ।

গতকাল সকালে আবুল কাসেম ফজলুল হকের কর্মস্থল বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন শুরু হয়। একাডেমির নজরুল মঞ্চে দীর্ঘদিনের সহকর্মী, গবেষক, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা তাঁর কফিনে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী এখানেই শ্রদ্ধা জানান। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজমের নেতৃত্বে একাডেমি কর্মকর্তারা পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ ছাড়া শ্রদ্ধা জানান প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ স্মৃতিসংঘ, বাংলা একাডেমি কর্মচারী ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশ শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্টসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। এরপর বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে প্রথম জানাজা হয়। ফজলুল হক বাংলা একাডেমির সভাপতি ছিলেন।

বেলা ১১টায় আবুল কাসেম ফজলুল হকের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে। সেখানে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ সর্বস্তরের মানুষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেন, 'দেশে একধরনের বাতিঘরের ভূমিকা পালন করেছেন যাঁরা, আবুল কাসেম ফজলুল হক তাঁদের অন্যতম।' বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, 'দলনিরপেক্ষ মানুষের কল্যাণের চিন্তায় তিনি নিবেদিত ছিলেন।'

দুপুরের দিকে মরদেহ প্রয়াতের আরেক সাবেক কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার সামনে নিয়ে যাওয়া হয়। তখন মুষলধারে বৃষ্টি চলতে থাকায় মরদেহ পাশের কলাভবনে রাখা হয়। সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, বিভিন্ন বিভাগ ও শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। কলা অনুষদ প্রাঙ্গণ থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে। সেখানে দ্বিতীয় জানাজার পর শেষ দুপুরে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে। সেখানেই দাফন সম্পন্ন হয়।

গত রোববার দুপুরে আবুল কাসেম ফজলুল হক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিরপুরে একটি রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়েছিলেন। একপর্যায়ে তিনি সেখানে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন তাঁকে প্রথমে ওই ভবনেই অবস্থিত একটি ক্লিনিকে এবং সেখান থেকে ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশনে নেওয়া হয়। হার্ট ফাউন্ডেশনে গেলে চিকিৎসকেরা জানান, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই ফজলুল হকের মৃত্যু হয়েছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৩ আষাঢ় ১৪৩৩

DU in Media

7 July2026

# Daily Post

## FAREWELL TO PROFESSOR ABUL QUASEM FAZLUL HAQUE



Professor Abul Quasem Fazlul Haque's coffin was taken to his last place of work, Bangla Academy premises and the Central Shaheed Minar on Monday, where colleagues, students and representatives of various organizations bid him farewell with floral tributes. PHOTO: COLLECTED

# বাংলাদেশ জার্নাল



## শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শায়িত হলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক

নিজস্ব প্রতিবেদক

দীর্ঘদিনের কর্মস্থল বাংলা একাডেমি এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধায় সিক্ত হয়ে মিরপুরের শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে শায়িত হলেন প্রাবন্ধিক, গবেষক, সাহিত্য সমালোচক ও সমাজ বিশ্লেষক আবুল কাসেম ফজলুল হক। সোমবার বিকেল সোয়া ৩টার দিকে তার দাফন শেষ হয় বলে জানান তার জামাতা আনোয়ারুল

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

## শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে

শেষ পৃষ্ঠার পর

মাসান। এদিন সকালে বাংলা একাডেমিতে আবুল কাসেম ফজলুল হকের জানাজা হয়। সেখানে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সহকর্মী, শিক্ষার্থী, লেখক, সাহিত্যিক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। একাডেমি থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। প্রচু বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেখানে বাংলা একাডেমি সভাপতির কফিনে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।

শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব শেষে দুপুরে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় তার দীর্ঘদিনের কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে।

কিন্তু প্রচু বৃষ্টির কারণে কফিন নামানো যায়নি। পরে দুপুর সাড়ে ১২টায় কলা অনুষদের মূল ফটকে তার কফিনে শ্রদ্ধা জানায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন, বিভিন্ন বিভাগ ও শিক্ষকদের সংগঠন।

দুপুর ২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদে আবুল কাসেম ফজলুল হকের জানাজা হয়। এরপর অ্যাম্বুলেন্সে করে লাশ দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে।

রোববার দুপুরে পরিবারের সঙ্গে একটি রেস্তোরাঁয় খেতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন আবুল কাসেম ফজলুল হক। দ্রুত একটি ক্লিনিকে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আবুল কাসেম ফজলুল হক জীবনের চার দশক অধ্যাপনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিতে সোচ্চার রাষ্ট্রভাষা বাংলা রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক তিনি।

তার জন্ম ১৯৪০ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায়। ময়মনসিংহ জিলা স্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং আনন্দমোহন কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক শেষ করে ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষকতা শুরু করেন আবুল কাসেম ফজলুল হক। পরে বাংলা বিভাগের সভাপতি হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন।

তার লেখা ২১টির মতে বই প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশের সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে 'মুক্তিসংগ্রাম'; 'কালের যাত্রার ধ্বনি'; 'একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন' এর মত বই যেমন আছে, তেমনি আছে রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তার ফসল 'নৈতিকতা : শ্রেয়োনীতি ও দুর্নীতি'; 'যুগসংক্রান্তি ও নীতিজিজ্ঞাসা', 'মাও সেতুঙের জ্ঞানতত্ত্ব'; 'রাজনীতি ও দর্শন' 'আশা-আকাঙ্ক্ষার সমর্থনে'; 'বাঙলাদেশের রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা'; 'অবক্ষয় ও উত্তরণ'; 'রাজনীতি ও সংস্কৃতি : সম্ভাবনার নবদিগন্ত'; 'রাষ্ট্রচিন্তায় বাংলাদেশ'।

সাহিত্য নিয়ে তার কাজের মধ্যে 'উনিশ শতকের মধ্যশ্রেণি ও বাঙলা সাহিত্য '; 'বাঙলাদেশের প্রবন্ধ সাহিত্য', 'সাহিত্যচিন্তা'; 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে'; 'সংস্কৃতির সহজ কথা'; 'আধুনিকতাবাদ ও জীবনানন্দের জীবনোৎকণ্ঠা' অন্যতম।

এছাড়া 'বার্ট্রান্ড রাসেল প্রণীত : রাজনৈতিক আদর্শ'; 'বার্ট্রান্ড রাসেল প্রণীত : রাজনৈতিক আদর্শ' নামে দুটি অনুবাদগ্রন্থও আছে তার। কয়েকটি বইয়ের সম্পাদনাও করেছেন।

আশির দশক থেকে লোকায়ত নামে একটি মননশীল পত্রিকার সম্পাদনা করে আসছিলেন আবুল কাসেম ফজলুল হক। আহমদ শরীফ প্রতিষ্ঠিত স্বদেশ চিন্তা সংঘের সভাপতির দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। পত্র-পত্রিকায় কলাম লিখেছেন নিয়মিত।

১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার পান এই লেখক। বিগত অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে ২০২৪ সালের অক্টোবরে আবুল কাসেম ফজলুল হককে বাংলা একাডেমির সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়।

তার দুই সন্তানের মধ্যে বড়িতা পরমিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। আর ফয়সল আরেফিন দীপন জাগৃতি প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ঢাকার শাহবাগে প্রকাশনা সংস্থাটির কার্যালয়ে ২০১৫ সালের ৩১ অক্টোবর তাকে হত্যা করে জঙ্গিরা।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৩ আষাঢ় ১৪৩৩

DU in Media

7 July2026

## যায়যায় দিন




বিশিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাবিদ, লেখক, গবেষক, শিক্ষাবিদ, বাংলা একাডেমির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের কফিন সোমবার ঢাকার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে নেয়া হলে ফুলেল শ্রদ্ধায় তাকে বিদায় জানান সহকর্মী, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা -স্টার মেইল

## প্রথম আলো




অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হককে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন। গতকাল রাজধানীতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ছবি : প্রথম আলো

# ফুলেল শ্রদ্ধায় আবুল কাসেম ফজলুল হককে চিরবিদায়

**বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে গুণী শিক্ষকেরা তাঁদের কর্মের মাধ্যমে আলোকিত করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক। তাঁকে শেষবিদায় জানাতে গিয়ে এমন করেই তাঁর অবদানের মূল্যায়ন করলেন বিশিষ্টজনেরা। গতকাল সোমবার মধ্যাহ্নে দীর্ঘদিনের কর্মস্থল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে শেষবারের মতো আনা হয়েছিল তাঁকে।

বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হক গত রোববার দুপুরে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। গতকাল সোমবার ফজরের পর পান্থী জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁর জানাজা হয়।

সকাল সাড়ে দশটায় অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মরদেহ বাংলা একাডেমিতে আনা হয়। এখানে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মন্ত্রী নিতাই চন্দ্র রায় ও বাংলা একাডেমির পক্ষে মহাপরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আজম কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

জাতীয় কবিতা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় সর্বস্তরে মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের ব্যবস্থা করা হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। বেলা ১১টায় এখানে আনা হয় মরদেহ। বিভিন্ন শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সংগঠন, রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিগতভাবে অনেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এ সময় বক্তব্য দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম, অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা শারমিন মুর্শিদ, উদ্ভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান, শুধ্যাপক সামিনা লুৎফা প্রমুখ।

পরিবারের পক্ষে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মেয়ে অধ্যাপক শুচিতা শারমিন ও নাতি আন্দালীব হাসান শ্রদ্ধা জানাতে আসার জন্য সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া চান তাঁরা।

শহীদ মিনার থেকে মরদেহ আনা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে। প্রথমেই বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মো. আবুল কালাম সরকার, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দ ও উপাচার্য অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে বাদ জোহর তাঁর জানাজা হয়। এরপর বেলা সাড়ে তিনটার দিকে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হককে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়। ফুলে ফুলে ঢেকে দেওয়া হয় তাঁর অন্তিম শয্যার স্থানটি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯



# Financial Express




People paid their tribute to eminent educationist, essayist, and Bangla Academy President Professor Abul Quasem Fazlul Huq after his body was taken to Central Shaheed Minar in the capital on Monday. He was laid to rest at the Mirpur Martyred Intellectuals Graveyard after funeral prayer at the Dhaka University Central Mosque. — FE Photo

# প্রতিদিনের বাংলাদেশ




কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সোমবার লেখক, গবেষক, সাহিত্য সমালোচক, সমাজ বিশ্লেষক ও রাষ্ট্রচিন্তাবিদ অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মরদেহে শ্রদ্ধা জানান সর্বস্তরের মানুষ । প্রবা ফটো